মেহেরপুরের গাংনীতে জেলা ছাত্রদল ও বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় পরিবারের মাঝে জেলা ছাত্রদল সাহারবাটি ইউনিয়ন ও উপজেলা বিএনপি কাথুলী ইউনিয়নে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সার্বিক সহযোগীতায় মঙ্গলবার সকাল ৬ টায় বাংলাদেশ জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে সাহারবাটি ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনে থাকা ২২০টি কর্মহীন ও অসহায় পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

পরে সকাল ৭ টার সময় কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর ধলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ২০০ পরিবারের মাঝে এ খাদ্য প্রদান করা হয়। উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

এছাড়াও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, যুবদল নেতা আক্তারুজ্জামান, জেলা বিএনপির সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক আক্তাজ্জামান, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,

গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাফর আকবর, হাসানুজ্জামান, সাহেব আলী সেন্টু, সাবেক ছাত্রদল নেতা আক্তারুজ্জামান লাভলু, কামরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা সাহিদুল ইসলাম, জামাল আহমেদ, সালাউদ্দীন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, যুগ্ম আহবায়ক নাসিম খাদ্য বিতরণ কাজে উপস্থিত ছিলেন।

বৃষ্টিতেও থেমে নেই মেহেরপুর পৌর মেয়রের খাদ্য বিতরণ

করোনা আতঙ্ক ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে খাদ্য বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

মঙ্গলবার বিকালে শহরের ৯ নং ওয়ার্ডের পোষ্ট অফিস পাড়া থেকে কাস্টম পাড়া পর্যন্ত ৩শ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

চলমান খাদ্য বিতরণে এ পর্যন্ত শহরের প্রায় ১০ হাজার পরিবার পেয়েছে মেয়রের খাদ্য সহায়তা।

মেহেরপুরে ছাত্রলীগ নেতার ঈদ উপহার বিতরণ

করোনা মহামারীর কারণে সাধারণ অসহায় কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ গ্রামে জেলা শাখা ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি তানভিরের নিজ উদ্যোগে ৫০০ টি পরিবারের মধ্যে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করে।

তানভির জানান, বিগত ৩০ এ এপ্রিল প্রায় ৩০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তারই পরিপেক্ষিতে আজ আমরা ৫০০ পরিবারের মধ্যে এই ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছি। আশা করি আগামীতেও সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ।

মেহেরপুরে পরকিয়ার জেরে যুবককে খুনের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামে পরকিয়ার জের ধরে সুজন নামের এক যুবক খুন করার অভিযোগ উঠেছে।
সোমবার দুপুরে তাকে নিজ ঘরে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
নিহত সুজন পেশায় ড্রাইভার, তিনি পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের শাহজাহান এর ছেলে। এঘটনায় সুজনের চাচাতো ভাবি শিরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।
নিহত সুজনের চাচা মখলেছুর রহমান বলেন, গত রবিবার রাতে কোন এক সময় সুজনের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কে বা কাহারা আঘাত করে । পরে গ্রামের কোন এক ডাক্তারকে দিয়ে সুজনের চিকিৎসা করানো হয়। গত সোমবার দুপুরে রিকু ও লাবু নামের দুইজন সুজনের বাড়িতে গিয়ে খারাপ অবস্থা দেখে হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়।
মখলেছ পরিবারের বরাত দিয়ে অরো জানান, সুজন গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিল এমন সময় তাকে বাচানোর জন্য আঘাত করা হয়। পাশের বাড়ির চাচাতো ভাবি শিরিনার সাথে সুজনের কোন অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে। এজন্য সুজনের বউ কাকলি খাতুনের সাথে প্রায়ই ঝগড়া হতো। এরই জের ধরে সুজনকে মারতে পারে বলে ধারনা করছি।
দরবেশপুর ৬ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদিন জানান, সুজনের বিষয়ে আমি শুনেছি। এদের ঘরে ঘরে ঝামেলা ছিল। সুজন মারা যাওয়ার পর পুলিশ এসে তার চাচাতো ভাবিকে আটক করে।
মেহেরপুর সদর থানা ওসি শাহ দারা খান বলেন, দরবেশপুরের খুনের ঘটনায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের চাচাতো ভাবিকে থানায় আনা হয়েছে। সেই সাথে তার বউ কাকলিকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায়

আনা হবে। সুজনের লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে গার্মেন্টস মালিকদের গোপনে ব্যবসা

মেহেরপুর প্রায় প্রতিটি পোশাক, কসমেটিক ও পাদুকার দোকানে চলছে গোপনে ব্যবসা। গত ২৪ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যতিত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। কিন্তু আসন্ন ঈদ-উল ফিতরের কারণে গত ১০ মে থেকে সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয় সরকার। পরে করোনার ভয়বহতা বৃদ্ধির কারণে ১৮ মে সোমবার থেকে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

কিন্তু এই ঘোষণা উপেক্ষা করে মেহেরপুর শহরের বেশ কিছু গার্মেন্টস গোপনে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর সহ আশেপাশের জেলা থেকেও লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছে এই সব বিপণী বিতান গুলোতে।

গতকাল সোমবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি দোকানের শাটার বন্ধ করে ভিতরে কাস্টমার রেখে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বাজার এলাকায় কিছু দোকানের এই দৃশ্য সাংবাদিক ধারণ করলে দোকান মালিকদের তোপের মুখে পড়তে হয়। পরে তাদের সাথে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে সদর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

পরে দোকান মালিকদের সাথে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন থেকে দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়ী নেতারা। এ নিয়ে সোমবার বিকালে একটি জরুরী বৈঠক করেন জেলার বিভিন্ন বাজার কমিটির সভাপতি-সম্পাদকরা। আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু জানান,

“দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ১০ তারিখে দোকানপাট খোলার অনুমতি দেয় সরকার। এজন্য প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঈদ উপলক্ষে মালামাল ক্রয় করেছে। এমন অবস্থায় হটাৎ করে আবার আমাদের সাথে আলোচনা না করে বন্ধ ঘোষণা করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

জেলার প্রায় ১৫ হাজার মালিক কর্মচারি এতে বিপাকে পড়েছে। তাদের বেতন ভাতা নিয়ে বেশ চিন্তাই পড়েছে দোকান মালিকরা। এসময় হয়তো কেউ কেউ গোপনে ব্যবসা করতে পারে। যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা

মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।

মেহেরপুরে ১শ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রাম থেকে ১শ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ।

সোমবার বিকালে পুলিশ পরিদর্শক খন্দকার শাহ আলম এর নেতৃত্বে এসআই অজয় কুমার কুন্ডু অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত একটি গোলায় থেকে ফেন্সিডিল গুলো উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় এজাহার দাখিল করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ৯নং ওয়ার্ডে মেয়রের খাদ্য বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে শহরের ৯ নং ওয়ার্ডে কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

চলমান খাদ্য বিতরণে সোমবার ৯ নং ওয়ার্ডের ৩শ পরিবারের লোকজনের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

খাদ্য বিতরণকালে মেয়র বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ

হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মাইনুল হোসেন খান নিখিল ভাইয়ের আহবানে চলমান কোভিড -১৯ করোনা ভাইরাস মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড পোস্ট অফিস পাড়ায় প্রতিটি কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে।
মেপ্র /এমএফআর

ফলোআপ : গাংনীতে জোড়া খুনের ঘটনায় দুটি মামলা।

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুরে একটি লিচু বাগান দখলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে জোড়া খুনের ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে উভয় পক্ষ। গত রবিবার মৃত ইচমত কবির ডাবলু ’র মা ইসলামা খাতুন (৬০) বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ১০ জন এজাহার নামীয়সহ অজ্ঞাত আরো ২ /৩ জনকে আসামী করা হয়েছে। যার নং -১৬/২০ তারিখ ঃ ১৭/০৫/২০২০ ইং। ধারা ঃ ১৪৩, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২/৩৪, ৫০৬, ১১৪ ও ১০৯ (দন্ডবিধিঃ)

অপরদিকে একই দিনে নিহত সানারুল ইসলামের স্ত্রী রশিদা বেগম বাদী হয়ে ২ জনকে আসামী করে অপর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। যার নং -১৭/২০ তারিখ ঃ ১৭/০৫/২০২০ ইং
ধারা ঃ ৩০২/৩৪ (দন্ডবিধিঃ)

মামলার এজাহারসুত্রে ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান , মামলার ঘটনাস্থলের পাশে কাজিপুর গ্রামস্থ কেএনএসএইচ বালিকা বিদ্যালয় ও কে এস এইচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর দক্ষিণ পাশে তিন বিঘা জমিতে ডাবলুর পিতা খবির জনৈকা আশরাফন নেছার নিকট হতে ক্রয়সূত্রে মালিক দাবী করে অনুমান ৩০ বছর দখলে রাখাসহ আম ও লিচু করিয়া ভোগ দখল করে আসছে।

২০১৪ সালে আশরাফন নেছার মেয়ে আকলিমা খাতুন উক্ত আম লিচু বাগানের সম্পুর্ণ বিক্রী করে নাই বলে অংশিদারিত্ব দাবী করে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলার পর জমির ভোগ দখলে স্থানীয় লাল্টুকানা ও হাবিব মেম্বর ও সানারুল আকলিমার পক্ষ নিয়ে খবিরকে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিল। ঘটনার দিন উক্ত জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্থানীয় মোশারফের বাঁশবাগানের মধ্যে মারামারির ঘটনায় প্রতিপক্ষের আঘাতে ডাবলুর মৃত্যু হয় ও পিতা খবির মারাত্মক আহত হয়।

আহত খবির কে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেলে ভর্তি করেন। আহত খবির উদ্দিন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষের আঘাতে সানারুল ইসলাম মারাত্মক আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সাহেবনগর বাজারে নিয়ে আসলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি, অতিঃ পুলিশ সুপার (প্রশাসন) শেখ জাহিদুল ইসলাম, অতিঃ পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে নিহত ব্যাক্তিদের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্ত শেষে উভয় পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে ।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম জানান, পৃথক দুটি মামলায় তদন্তকারি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নিয়োজিত থেকে শতভাগ শততার সাথে তদন্ত কাজ চলমান রয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত ব্যাতিত কেউ যেন হয়রানী না হয় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান. যেহেতু জোড়া খুন মামলায় পৃথক পরিবার মামলা করেছে। সেহেতু সঠিক তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করা সম্ভব হবে। তিনি নিশ্চিত করে বলেন, প্রকাশ্যে মারামারির ঘটনায় উভয় পক্ষের দুই জন নিহত হয়েছে। সঠিক তদন্ত করা হবে।

নূরুল হক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার দিলো বন্ধন গ্রুপ

করোনা মহামারীর কারণে সাধারণ অসহায় কর্মহীন বয়স্ক বিধবা পরিবারের পাশে দাড়িয়েছে নূরল হক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় বন্ধন গ্রুপ। গাংনী উপজেলার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে ন্যুনতম ১ জন করে মোট ১৫০ টি পরিবারকে নগদ ১ হাজার টাকা পৌঁছে দিল বন্ধন গ্রুপ।

বন্ধন গ্রুপের পরিচালক আব্দুস সামাদ সোহাগ বলেন, তারা তিনদিন ব্যাপি এই বিতরণ কার্যক্রম চালবে,সাথে আমরা ১৫০ টি পরিবারকে এই উপহার পৌঁছে দিবো।

তাদের এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে নূরুল হক ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি ডা. নাজমুল হক সাগর ভাই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুরো অর্থ প্রদান করেছেন। তিনি ববলেনবন্ধন গ্রুপরা আরো বলে আমরা এতিমখানা, প্রতিবন্ধী সহ আরো ২০০ অসহায় পরিবারের পাশে দাড়াবো। সেখানেও নূরুল হক ফাউন্ডেশন আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে পাশে থাকবে বলে অঙ্গীকার করেছেন।

বন্ধন গ্রুপের স্লোগান, এসো মিলি প্রাণের টানে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। এক হলে পারি একা হলে হারি। আমরা মানবসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে চাই।